ইসলামে যাকাত

গ্রন্থনায়
সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

তাহকিক ও ইরশাদ
শায়খ মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

ইসলামে যাকাত

গ্রন্থনায়
সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

তাহকিক ও ইরশাদ
শায়খ মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

ইসলামে যাকাত

মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
০১৭১৭ ৯২৯ ৬৭৫ / mahmudsyed002@yahoo.com

প্রকাশক
মুহাম্মদ জহুরুল আলম মজুমদার
বাসা- ২৪, রোড- ২২, ব্লক- বি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।

প্রকাশকাল
শাবান ১৪৩৩ হিজরী, জুন ২০১২।

মুদ্রণ সংস্করণ প্রাপ্তিস্থানঃ
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
০১৭৩ ২৪৯ ৮২৮৮
জামিয়া রাব্বানিয়া, গদিরাশী, জকিগঞ্জ, সিলেট।
০১৭৩ ৭৯১ ৩৪৬৩
হুসাইনিয়া কুতুবখানা, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
০১৭১ ৪৭০ ৪৬৫৬

মুদ্রণে
দি কাসওয়া কম্পিউটার, ০১৭১ ১৪৭ ৪২৮৮।

হাদিয়া
২৪ টাকা। (মুদ্রণ সংস্করণ)

লেখকের কথা

এটি যাকাতের উপর বেশ ছোট একটি পুস্তিকা। যাকাত বিষয়ক কিছু আয়াত ও হাদিস অনুবাদসহ তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানগণ এসব আয়াত ও হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করেই যাকাত প্রদানে উদ্বুদ্ধ হতেন। তারা খুঁজে খুঁজে একজন যাকাত গ্রহীতা বের করতেন। বর্তমান সময়েও যদি মুসলমান হিসেবে আমরা এসব অমীয় বাণীর অধ্যয়ন করি, মন দিয়ে একটু সময় পড়ি তাহলে অবশ্যই আমাদের মধ্যে যাকাত প্রদানে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে, আল্লাহর এই বিধান পালনে ইহ-পরকাল জীবনে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা লাভের প্রতিও বিরাট অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে।

সংক্ষিপ্ত আকারে যাকাত দানের নিয়ম কানুন ও মাসাঈল তুলে ধরা হয়েছে, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির আলোকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী এবং আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠ দা'ঈ ইঞ্জিনিয়ার শায়খ আজিজুল বারীর। আমি অধম তাদের নির্দেশনায় গ্রন্থটি রচনা করার সুযোগ পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাই মুহাম্মদ জহুরুল আলম মজুমদার সাহেবকে। প্রকাশনার ব্যয় তিনি বহন করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে শারীরিক সুস্থতা ও উত্তম জাযা দান করুন।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
০৩-০৭-২০১২

সম্পাদকের আরজ

আল-হামদুলিল্লাহ! কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে আমরা এ পর্যন্ত মূল্যবান ক'টি গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরেছি। পাঠকমহল থেকে আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। আশাকরি যাকাত বিষয়ক বর্তমান এই গ্রন্থ থেকেও মুসলিম ভাই-বোন বেশ উপকৃত হবেন।

দাওয়াতে দ্বীন, তাযকিয়া ও ইসলাহি জীবনের বরকতময় মিশনে আমরা আজীবন শরীক থাকতে চাই। খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ থেকে অদূর ভবিষ্যতে আরো বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের পথে আছে ইনশাআল্লাহ। আমরা সবার কাছে দুআ' প্রার্থী।

(শায়খ মাওলানা) ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
সুবিদবাজার পয়েন্ট,সিলেট।
শা'বান ১৪৩৩ হিজরী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাকাত

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। ইবাদাতের ক্ষেত্রে সালাতের পরই যাকাতের অবস্থান। কুরআনে কারীমের আধিকাংশ জায়গায় সালাতের সাথে যাকাতের নির্দেশ এসেছে। এই উভয় আমলই হলো ইসলামী জীবনের প্রাথমিক নিদর্শন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যদি যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে তারা আর মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। এ কারণেই যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল সাহাবায়ে কিরাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর শপথ! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। (বুখারী, মুসলিম)

যাকাতের শাব্দিক অর্থ হলো পবিত্রতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো শরীয়ত কতৃক সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ এমন মুসলমানকে মালিক বানিয়ে দেওয়া যিনি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। সাথে সাথে এ দানের পেছনে ইহলৌকিক স্বার্থ থাকবে না।

যাকাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের দ্বারা পরিস্কার হয়ে উঠে শরীয়ত কতৃক সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আদায়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট সম্পদেরও পবিত্রতা আসে। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত আসে, নেক কাজের তাওফিক হয়। পাপ মোচন হয়। মন্দ স্বভাব বিশেষ করে কৃপণতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মনের শুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন হয়। যাকাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক ব্যাখ্যায় এ তাৎপর্যটি ফুটে উঠে।

আল কুরআনে যাকাত

আয়াত-১

وَأَقِيْمُوا الصَّلاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

অনুবাদ: "আর নামায কায়েম কর, **যাকাত** দান কর। নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।" (বাক্বারাহ : ৪৩)

আয়াত-২

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

অনুবাদ: "নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং **যাকাত** দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।" (বাক্বারাহ : ৮৩)

আয়াত-৩

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

অনুবাদ: "সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী- রাসূলগণের উপর।

আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম -মিসকীন, মুসাফির- ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, **যাকাত** দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে- শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী। আর তারাই পরহেযগার।" (বাক্বারাহ : ১৭৭)

আয়াত-৪

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে এবং **যাকাত** দান করেছে, তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিত হবে না। (বাক্বারাহ : ২৭৭)

আয়াত-৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

অনুবাদ: "তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাত সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং **যাকাত** দিতে থাক?" (নিসা : ৭৭)

আয়াত-৬

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

অনুবাদ: "কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানবান ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা **যাকাত** দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুত: এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপূণ্য।" (নিসা : **১৬২**)

আয়াত-৭

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

অনুবাদ: "আর পৃথিবীতে এবং আখিরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। (আল্লাহ তা'আলা বললেন) যাকে আমি ইচ্ছা করি আমার আযাব তারই উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, **যাকাত** দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।" (আরাফ : **১৫৬**)

আয়াত-৮

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অনুবাদ: "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও। তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে,

নামায কায়েম করে, **যাকাত** আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (তাওবাহ : ৫)

আয়াত-৯

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

অনুবাদ: “নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে **যাকাত**; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। তাই, আশা করা যায়, তারা হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (তাওবাহ : ১৮)

আয়াত-১০

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অনুবাদ: “আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, **যাকাত** দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা’আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।” (তাওবাহ : ৭১)

আয়াত-১১

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

অনুবাদ: "আমি তাঁদেরকে নেতা করলাম তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন, আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং **যাকাত** দান করার। তাঁরা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল।" (আম্বিয়া : ৭৩)

আয়াত-১২

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

অনুবাদ: "তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি -সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, **যাকাত** দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত।" (হাজ্জ : ৪১)

আয়াত-১৩

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

অনুবাদ: "সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, **যাকাত** দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর তিনিই তোমাদের মালিক। তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।" (হাজ্জ : ৭৮)

আয়াত-১৪

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

অনুবাদ: “যাদের অন্তর আল্লাহর নামের স্মরণে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে। যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।” (হাজ্জ : ৩৫)

আয়াত-১৫

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অনুবাদ: “নামায কায়েম কর, **যাকাত** প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।” (নূর : ৫৬)

আয়াত-১৬

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

অনুবাদ: “যারা নামায কায়েম করে, **যাকাত** প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে।” (নামল : ৩)

আয়াত-১৭

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ

অনুবাদ: “তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না নামায কায়েম করবে, **যাকাত** প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।” (আহযাব : ৩৩)

আয়াত-১৮

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

অনুবাদ: “যারা **যাকাত** দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।” (হা-মিম সিজদাহ : ৭)

আয়াত-১৯

أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অনুবাদ: "তোমরা কি কানকথা বলার পর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, **যাকাত** প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর।" (মুযাদালাহ : **১৩**)

আয়াত-২০

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

অনুবাদ: "তোমরা নামায কায়েম কর, **যাকাত** দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।" (মুয্যাম্মিল : ২০)

আয়াত-২১

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

অনুবাদ: "তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং **যাকাত** দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।" (বাইয়্যিনাহ : ৫)

হাদিসের আলোকে যাকাত

হাদিস-১

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

"ইসলাম হচ্ছে তুমি একথার স্বাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করবে, **যাকাত** দিবে, রামাজানে সিয়াম পালন করবে এবং হজ্জ আদায় করবে যদি ক্ষমতাবান হও।" (সহীহ মুসলিম)

হাদিস-২

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

"ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর। একথার স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা, **যাকাত** দেওয়া, হজ্জ করা এবং রামাজানে সিয়াম পালন করা।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হাদিস-৩

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

"মানুষের সাথে সংগ্রাম করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যথক্ষণ না তারা স্বাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে এবং **যাকাত** দিবে।" (মিশকাত)

হাদিস-৪

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول-

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة

"যখন কাউকে দেখবে মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখছে তোমরা স্বাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর উপর তাঁর ঈমান আছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন: নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে **যাকাত**।"

হাদিস-৫

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে এ জন্য **যাকাতের** নির্দেশ দিয়েছেন যেন দোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করে দেন।" (শুআবুল ইমান)

হাদিস-৬

আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

" وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ◉ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ◉ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ

عَلَى مَنْعِهِ " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: " فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ۝ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

"আল্লাহর শপথ! যে ব্যাক্তি সালাত ও **যাকাতের** মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তার সাথে যুদ্ধ করব। **যাকাত** তো হলো আল্লাহর প্রাপ্য। আল্লাহর শপথ! তারা যদি একটি রশিও **যাকাত** দিতে অস্বীকার করে যেটি আল্লাহর রাসূল সা. এর কাছে **যাকাতস্বরূপ** দিত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর রা. বললেন আল্লাহর শপথ! আমি তো দেখি যুদ্ধের জন্য আল্লাহ পাক আবু বকর এর অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম তিনি সত্য পথে আছেন।" (বুখারী, মুসলিম, শুআবুল ঈমান)

অন্য বর্ণনায় আছে উমর রা. বলেছিলেন,

كيف تقاتل هؤلاء القوم وهم يصلون

"আমরা কি এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করব যারা সালাত কায়েম করে?" তখন আবু বকর রা. উপর্যুক্ত কথাটি বলেছিলেন।

হাদিস-৭

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু ভালো মানুষের পরিচয় দানে বলেন,

أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد الله حتى يأتيه اليقين

"যে নাকি কোন পাহাড়ে তার ছাগলের পাল নিয়ে অবস্থান করে সালাত আদায় করে, **যাকাত** প্রদান করে, মৃত্যু অবদি আল্লাহর ইবাদাত করে।" (মুসলিম)

হাদিস-৮

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন,

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . متفق عليه

"আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সালাত, **যাকাত** এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণকামিতার উপর শপথ করেছি।" (শুআবুল ঈমান)

হাদিস-৯

জনৈক সাহাবী বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন আমল আমাকে করতে বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যাবে, আগুন থেকে দূরে রাখবে। তখন আল্লাহর রাসূল সা. বলেন,

تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

"আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, **যাকাত** দিবে আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখবে।" (মুসনাদে আহমদ)

হাদিস-১০

আব্দুল কয়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ইসলামের শিক্ষা দিতে আল্লাহর রাসূল সা. বলেন,

هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللّٰهِ ». قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ »

"তোমরা জানো ঈমান কী? তারা জবাব দেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালা জানেন। তিনি বলেন, ঈমান হলো এ কথার স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর রাসূল। সালাত

কায়েম করা, **যাকাত** প্রদান করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং গনীমতের এক পঞ্চমাংশ আদায় করা।" (মুসনাদে আহমদ)

হাদিস-১১

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أحدثكم بخير الناس منزلة فقالوا بلى يا رسول الله قال رجل ممسك برأس فرسه فى سبيل الله حتى يموت أو يقتل أفأخبركم بالذى يليه قالوا نعم يا رسول الله قال امرؤ معتزل فى شعب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعتزل شرور الناس

"সাহাবায়ে কেরাম বসে আছেন এমন সময় আল্লাহর রাসূল সা. তাদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে মার্যাদাবান মানুষ কে, আমি কি অবগত করব না? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন অবশ্যই বলবেন। তিনি বলেন, সে তো হলো ঐ লোক যে নাকি আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। সে হয় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে অথবা শাহাদতবরণ করে। আমি কি তোমাদেরকে এর পরবর্তী স্তরের ব্যক্তির কথা বলব? তারা বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল! তিনি জবাব দেন, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে নাকি কওম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন উপত্যকায় গিয়ে সালাত কায়েম করে, **যাকাত** দেয় এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকে।" (মুসনাদে আহমদ)

হাদিস-১২

আল্লাহর রাসূল সা. যখন মু'আয রা.কে ইয়ামান প্রেরণ করেন তখন তাকে নির্দেশ দিলেন,

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى

يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة فى أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم

"তুমি কিতাবী লোকদের কাছে যাচ্ছ। তাদের কাছে তোমার প্রথম দাওয়াত হবে আল্লাহর একত্ববাদের। এতে যদি তারা সাড়া দেয় তাদেরকে বলবে আল্লাহ দিনে রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা সালাত আদায় করবে তাদেরকে বলবে আল্লাহ তাদের অর্থ সম্পদে **যাকাত** ফরয করেছেন। ধনীর কাছ থেকে তা আদায় করে দরিদ্রকে তা বিলিয়ে দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী)

হাদিস-১৩

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعنى شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا { لا يحسبن الذين يبخلون } . الآية)

"যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর **যাকাত** আদায় করে নি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিশেষ তীব্রতার কারণে) টেকো মাথাবিশিষ্ট বিষধর সর্পের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ সা. এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ... لا يحسبن الذين يبخلون " (সহীহ বুখারী)

হাদিস-১৪

عن أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه و سلم إذا أنزل عليه فيحدثنا فقال لنا ذات يوم : ان الله عز و جل قال انا أنزلنا المال لأقام الصلاة وإيتاء الزكاة

"আবু ওয়াকিদ লায়সি রা. থেকে বর্ণীত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ আযযা ও জাল্লা বলেন আমি মাল দিয়েছি এ জন্য যে তোমরা সালাত কায়েম করবে এবং **যাকাত** দান করবে।" (মু'জামে কাবির)

হাদিস-১৫

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أول ما يحاسب به العبد صلاته فان كان أتمها كتبت له تامة وان لم يكن أتمها قال الله عز و جل انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فتكملوا بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك

"কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম সালাতের হিসাব হবে। যদি তা পূর্ণাঙ্গ পাওয়া যায় তবে হিসাব পরিপূর্ণ। যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে আল্লাহ বলবেন দেখো আমার বান্দার কি কোন নফল ইবাদত আছে। তা দিয়ে হিসাব পুরা করে দাও। এরপর হিসাব হবে **যাকাতের**। একে একে এভাবে সব আমলের হিসাব হবে।" (মুসনাদে আহমদ)

হাদিস-১৬

আব্দুল কয়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ইসলামের শিক্ষা দিতে আল্লাহর রাসূল সা. বলেন:

هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ »

"তোমরা জানো ঈমান কী? তারা জবাব দেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালে জানেন। আল্লাহর রাসূল সা. বলেন, ঈমান হলো এ কথার স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা, **যাকাত** প্রদান করা, রমজানে সিয়াম সাধনা করা এবং গনীমতের এক পঞ্চমাংশ আদায় করা।" (মুসনাদে আহমদ)

যাকাত একটি ইবাদাত, কোন ট্যাক্স নয়

যাকাত আল্লা্হ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি পালনীয় বিধান। পাপ পংকিলতা থেকে মুক্ত করা হলো এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্যে। এর দ্বারা দ্বিবিধ মঙ্গল সাধিত হয়। প্রথমত যাকাত আদায়ের দ্বারা দাতা অর্থ লিপ্সা এবং ধনের আসক্তি উদ্ভুত চারিত্রিক রোগ থেকে মুক্তি পায়। দ্বিতীয়ত অসহায় নারী পুরুষ যারা জীবন চালাতে অক্ষম, তারা আর্থিকভাবে লাভবান হন। যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য হলো দাতার মঙ্গল সাধন। আর গ্রহীতার কল্যাণ সাধন হলো প্রাসংগিক।

আর এজন্যই যদি কোথাও যাকাতের উপযুক্ত মানুষ পাওয়া না যায় তবুও সমানভাবে ধনীদের উপর যাকাতের ফারযিয়াত বলবৎ থাকবে। এক হাদিসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেন, তোমাদের মালের মধ্যে পবিত্রতা আনয়নের জন্য আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। (মিশকাত)

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

মানুষ আত্মভুলা। সে ভুলে যায় তার প্রভুকে। অর্থ সম্পদের আসল মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা, কিছু দিনের জন্য সে হলো এর অস্থায়ী বাহক- এ কথাটি অকৃতজ্ঞ মানুষটির মন থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই বিস্মৃতিতেই সে হয়ে উঠে স্বেচ্ছাচার, মালের যত্র তত্র ব্যয়ে সে মোটেও অতঙ্কিত হয় না। আমিই মালিক, আমিই উপার্জনকারী, আমার মেধা, পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলা সম্পদের এই ভা ার যেভাবে ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করব, তাতে কার কি অধিকার আমাকে কিছু বলার, আমাকে কিছু করার। বস্তুত: এই মানসিকতা হলো শয়তান ও প্রবৃত্তিপ্রসুত এমন একটি রোগ শেকড়, যা থেকে ছড়িয়ে পড়ে আরো হাজারো রোগ। মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে এসব ব্যাধি। আর এরকম একটি রোগাক্রান্ত সমাজে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে। সর্বকালের সেরা চিকিৎসক এমন চিকিৎসাপত্র দিলেন, যা থেকে এই সমাজটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল। যারা ছিল শোষক, নিপীড়ক, সুদখোর- আজ তারা শ্রেষ্ঠ দাতা, শ্রেষ্ঠ দানবীর। কিসে আসল এ বিপ্লব, কেন তারা আজ পাগলপারা, কে কত বেশী দান করতে পারবেন-এ যে এক প্রতিযোগিতা- কি আছে এই প্রতিযোগীদের পুরস্কার। আসল কথা হলো আত্মভুলা এই সমাজকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সম্পদের মূল মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। তুমি কিছু দিনের বাহক, সুতরাং বহন কাজে যদি মালিকের বিধান পালন না কর তাহলে পরকাল জীবনে তোমাকে ভোগ করতে হবে অসহনীয় শাস্তি, অসহ্যকর দহন। এই বাস্তব আহ্বানটি ছিল ইনকিলাবের মূল চাবিকাঠি। তিনি ঘোষণা দিলেন: "যে ব্যক্তি সোনা রূপার মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত দিবে না, কিয়ামতের দিন এই সব সোনা রূপা দিয়ে পাত বানানো হবে, এই পাত দোযখের আগুন দিয়ে গরম করে দাগ দেওয়া হবে তার বুকে, পিঠে, পাজরে এবং কপালে।"

"যে ব্যক্তি মালদার হওয়া সত্বেও মালের যাকাত প্রদান করে নাই, কিয়ামতের দিন এসব মালকে আল্লাহ সাপ বানিয়ে দিবেন। এই সাপ

লোকটির গলা পেচিয়ে দংশন করবে আর বলতে থাকবে "আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত ধন।"

কোন অন্ধকার ঘরে যদি সাপ থাকে তাতে প্রবেশ করা কঠিন মনে হয়। হঠাৎ কোথা থেকে এসে দংশন করতে পারে এ আশঙ্কা সব সময় বিরাজ করে। তবে আশঙ্কাটি সম্ভাব্য। দংশন না-ও করতে পারে। কিন্তু যাকাত না দেয়ার কারণে আখিরাতের জীবনের শাস্তি অনিবার্য, সাপের যে দংশন হবে তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

অনুবাদ: "আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এখন জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ কর।" (তাওবাহ : ৩৪-৩৫)

উক্ত আয়তে যাকাত না দেওয়ার পরকালীন শাস্তি ও পরিণাম সম্পর্কে কথা হয়েছে। সোনা রূপা সঞ্চয় কোন পাপ নয়। কিন্তু যদি তা থেকে যাকাত না দেওয়া হয় তবেই এটা পাপে পরিণত হয়।

এক হাদিসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মি'রাজের রাতে আমি একদল মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, তাদের লজ্জাস্থানের সামন ও পেছন কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। চতুষ্পাদ জন্তুর মত চরে চরে দোযখের পাথর খাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? জিব্রাইল আ. জবাবে বলেন এরা এসব লোক যারা মালের যাকাত দিত না। আল্লাহ তাআ'লা এদের উপর অত্যাচার করেন নি। আপনার প্রতিপালক তাঁর ভৃত্যদের প্রতি অত্যাচারী নন। (নাশরুততিব : ২/১৮২)

হযরত বুরায়দা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন জাতি যাকাত ছেড়ে দিলে আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করবেন। বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবেন। এমনকি চতুষ্পাদ জন্তু না থাকলে এক ফোটা বৃষ্টির পানিও বর্ষণ হত না।

যাকাত অস্বীকারকারী সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

কোন মুসলমান যদি বুঝে শুনে যাকাত অস্বীকার করে ফকিহগণের বক্তব্য মতে সে কাফির ও মুরতাদ। মুরতাদের যাবতীয় বিধান তার উপর আরোপিত হবে। প্রথমে তাঁকে তাওবার পথে ডাকা হবে। সে যদি তাওবা না করে তবে ইসলামী শাসকের নির্দেশ মতে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ, জানা শুনার পরও ইসলামী বিধানের অস্বীকৃতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা বলার নামান্তর। (আল-মাজমু:৫/৩৩৪, মাসাইলে যাকাত- রাফআ'ত কাসেমি)

ব্যবসার মালে যাকাত

ব্যবসার মালে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। প্রথম শর্ত হচ্ছে, ব্যবসার মালের মূল্য সোনা রূপার নেসাব অনুযায়ী নির্ধারণ করে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হলো, ব্যবসার পণ্যের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া। আর এ ক্ষেত্রে বছরের শুরু ও শেষের হিসাব করা হবে। অর্থাৎ শুরু ও শেষে নেসাব পরিমাণ হওয়া। যদি বছরের মধ্যখানে নেসাব থেকে কমে যায় আবার শেষ দিকে বেড়ে যায়, তবুও যাকাত ফরয থাকবে। শুরু বা শেষ দিকে যদি নেসাব থেকে কমে যায় তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

ব্যবসার পণ্য দ্বারা ব্যবসা উদ্দেশ্য হতে হবে। উদ্দেশ্যের সাথে ব্যবসা বাস্তবে শুরু করতে হবে।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে

কোন্ কোন্ মানুষকে যাকাত দেওয়া যাবে স্বয়ং আল্লাহপাক তা বলে দিয়েছেন।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অনুবাদ: "**যাকাত** হল কেবল ফকির, মিসকীন, **যাকাত** আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে- ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (তাওবাহ : ৬০)

যাকাতদাতা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যাকাত দিবেন, প্রদেয় অর্থের স্বত্ব ত্যাগ করে গ্রহীতার কাছ থেকে কোন প্রকার প্রতিদানের আশা করবেন না। কারণ যিনি তাকে মালদার বানিয়েছেন, সেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহ-পরকালে এমন বিনিময় দান করবেন যা হবে চিরন্তন, চির অক্ষয়। সালাত বা সিয়াম যেমন প্রভুর সামনে শারীরিকভাবে নিরংকুশ দাসত্বের একটি বিকাশ, এভাবে যাকাত হচ্ছে মালিকের প্রতি ভৃত্যের অর্থনৈতিক দাসত্বের স্বীকারোক্তি। বান্দার জন্য সালাতের বিনিময় যেমন অশেষ, অগণিত, অনুরূপ বে-হিসাব যাকাতের জাযাও। তবে তাকে এই জাযা পাওয়ার মত যোগ্য হওয়া চাই। এই যোগ্যতার মাপকাঠি হলো এটাই, সে অর্থ বিতরণে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে, অসহায় কোন মানুষ আমার মুখাপেক্ষী নয়, কোন যাকাত গ্রহীতা আমার মুহতাজ নয় বরং আমিসহ কুল মাখলুক একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষী, তাঁর করুণাবলেই আমি যাকাত দিতে পেরেছি- অন্তরে এরকম বিশ্বাসের লালন করতে হবে। স্মরণ রাখা চাই, অর্থ বিতরণের উদ্দেশ্য যদি হয় খ্যাতি বা নেতৃত্ব অর্জন তাহলে কোন সময়ই আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কার তো পাওয়া যাবেনা, বরং ভোগ

করতে হবে কঠোর শাস্তি। হা, হয়ত নাম খ্যাতী অর্জন হতে পারে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে, মিলে যেতে পারে দানবীর উপাধিও, কিন্তু পরকালের জীবনে এই সম্মান ও যশাসক্তিই হবে নাযাত ও মাগফিরাত লাভের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। তাই আখেরাতের শাশ্বত কল্যাণ লাভ করতে হলে মুক্ত ও উদার মনে সৃষ্টির সেবার মানসে দানের হাত প্রসারিত করতে হবে।

যাকাত খাতের ধারাবাহিকতায় আল্লাহর অনুপম হিকমত

যাকাতের আটটি খাতে যে ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে আল্লাহর অশেষ হিকমত ও কুতরতের সন্ধান পাই। প্রথমে আলোচনা এসেছে ফকিরদের দ্বিতীয়ত মিসকিনদের। কারণ তারা যাকাতের অধিক উপযুক্ত এবং অন্যদের তুলনায় প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তৃতীয়ত এসব লোকদের কথা এসেছে যাদের অনুপস্থিতি হলে যাকাত ব্যবস্থা ঠিকে থাকবে না। এরা হলেন 'যাকাত উত্তোলন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীগণ'। চতুর্থ পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এ সব অমুসলিমদের যাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে এবং তাদের হৃদয় তুষ্ট করতে তাদেরকে যাকাত দেওয়া হবে। পঞ্চম স্থর হলো গোলাম আযাদ করা। তার পরের ষষ্ঠ স্থর হলো ঋণগ্রস্ত লোকদের। তাদেরকে যাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্য ঋণ থেকে মুক্ত করা। সপ্তম স্তর হলো ফি-সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে যাকাত দেওয়া। যখন উল্লেখিত খাতগুলোর কোন লোক পাওয়া যাবে না অথবা উম্মতের কোন কল্যাণকর দিক নিয়ে চিন্তা করা হবে তখন সপ্তম খাতের লোকদেরকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সব ধরণের নেক কাজ তাতে অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত হলো গ্রহীতা যাকাতের উপযুক্ত অর্থাৎ দরিদ্র ও অসহায় হতে হবে। এবং কোন বিনিময় ছাড়াই মালিক বানাতে হবে। যাকাতের অর্থ কোন ধরণের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না। সব শেষের খাত ইবনুস সাবিল তথা মুসাফিরের। তারা যেহেতু সংখ্যায় কম এবং তাদের সমস্যা সীমিত তাই তাদের স্তর সব শেষে।

আত্মীয় স্বজন যারা গরীব এবং যাকাতের উপযুক্ত হন তারা যাকাতের অগ্রাধিকারী। এরপরে অন্যান্য গরীবদেরকে দেওয়া উত্তম। এ ক্ষেত্রে সব

গরীবদের কিছু কিছু করে দেওয়া উত্তম। মোট কথা যে কোন অসহায় নিঃস্বদের যাকাত দিলে আদায় হয়ে যাবে।

যাকাতের হিসাব হবে হিজরী সনের আলোকে

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নেসাব পরিমাণ মালের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। বছর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিজরী তথা চান্দ্র সন। ইসায়ী বা সৌর বর্ষ নয়। চান্দ্র সন হয় ৩৫৪ দিনে। সৌর বর্ষ ৩৬৫ দিনে। কখনো ৩৬৬ দিনে হয়। সৌর সন অনুযায়ী দিতে হলে অতিরিক্ত আরো ১০ দিনের যাকাত দিতে হবে। (মাসাইলে যাকাত- রাফআ'ত কাসেমী)

ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের যাকাত

ব্যাংকে যে অর্থ জমা দেওয়া হয় সেটা আমানত। মালিক যে কোন সময় অর্থ উঠাতে পারে। নিজের ইচ্ছায় ব্যয়ও করতে পারে। তাই ব্যাংকের টাকা যদি যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছর পূর্তিতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

ফিক্সড ডিপোজিটের যাকাত

ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটের উপর যাকাত আসবে। ফিক্সড ডিপোজিটের দ্বারা মালিক যদিও তার টাকা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন কিন্তু তার মালিকানা পুরো মাত্রায় টিকে থাকে। তাই বছর পুরা হওয়ার পর এ টাকার যাকাত ফরয হয়ে যাবে। ফিক্সড ডিপোজিটের মেয়াদ শেষে টাকা উত্তোলনের পর যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত কখন ফরয হয়

মাসআলা-(১) কোন মানুষ যখন সাড়ে ৫২ তোলা রূপা, অথবা সাড়ে ৭ তোলা সোনা বা এর সমপরিমাণ টাকার মালিক হয় এবং তার কাছে তা এক বৎসর স্থায়ী থাকে তাহলে তার উপর যাকাত যরয।

এ পরিমাণ মালকে বলে নেসাব। যদি এ নেসাব থেকে কম হয় তাহলে ফরয হবে না। এর বেশী হলে অবশ্যই ফরয।

মাসআলা-(২) বৎসরের শুরুতে ৪/৫ মাস নেসাব পরিমাণ মাল ছিল কিন্তু মধ্যখানে ৩/৪ মাস তা কমে যায়, আবার বৎসরের শেষে তা নেসাবে পরিণত হয়, তখনো যাকাত ফরয হয়ে যাবে।

মাসআলা-(৩) পূর্ণ নিসাব তথা সাড়ে ৭ তোলা সোনা কিংবা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সমপরিমাণ মাল যদি বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই হাত ছাড়া হয়ে যায় (যেমন চুরি হয়ে গেল বা হারিয়ে গেল) তাহলে এ মালের উপর যাকাত ফরয হবে না।

মাসআলা-(৪) কারো নিকট ২০০ টাকা আছে, আবার ২০০ টাকা তার কর্য আছে, এমতাবস্থায় তার উপর যাকাত ফরয হবে না। তাতে বৎসর পূর্ণ হউক আর নাই হোক। আর যদি ১৫০ টাকা কর্য থাকে তবুও যাকাত ফরয; কারণ ৫০ টাকায় কোন যাকাত নেই।

মাসআলা-(৫) সোনা রূপা যেকোন অবস্থায়ই থাকুক, মাটির নীচে পোঁতা অবস্থায় থাকুক, কারবারের মধ্যে থাকুক, জেওর আকারে থাকুক, আজীবন বাক্সে থাকুক, বা জুতা, টুপি, তলোয়ার ইত্যাদীতে কারুকার্য অবস্থায় থাকুক -সর্বাবস্থায় যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং এক বৎসর পূর্ণ হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

মাসআলা-(৬) সোনা রূপার সাথে যদি অন্য কোন ধাতুর মিশ্রণ থাকে, যদি দেখা যায় সোনা রূপার মিশ্রণ বেশী তাহলে সব অংশকে সোনা রূপা ধরতে হবে। সব মিলে নিসাব পরিমাণ হয়ে গেলে যাকাত ফরয হবে। আর যদি ধাতুর সংখ্যা বেশী হয় তাহলে সোনা রূপা এককভাবে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ফরয হবে। কম হলে ফরয হবে না।

মাসআলা-(৭) যদি কারো কাছে কিছু সোনা আর কিছূ রুপা থাকে কিন্তু পৃথকভাবে এর কোনটাই নিসাব পরিমাণ নেই। তখন উভয়টা একত্র করে যদি সাড়ে ৭ তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমান হয়ে যায় তাহলে যাকাত ফরয হবে।

মাসআলা-(৮) সোনা রুপা ছাড়া অন্যান্য গৃহস্থালীন আসবাব যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে। আর যদি ব্যবসা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে এগুলো ব্যবহার হউক আর নাই হউক যাকাত ফরয হবে না।

মাসআলা-(৯) মালিকে নিসাব যদি বৎসর পুরা হওয়ার আগেই যাকাত দিয়ে দেন তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। (বেহেশতী জেওর - হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.)

জায়গা প্লট বা ফ্লাটের যাকাত

জায়গা প্লট বা ফ্লাট ইত্যাদী কিনলে ক্রেতার নিয়ত তিন রকমের হতে পারে। ১. এখন কিনে পরে সুবিধামত বিক্রি করে দেবে। এমতাবস্থায় প্রতি বছর বাজারমূল্য অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

২. কেনার উদ্দেশ্য যদি হয় নিজে বাড়ি বানিয়ে তাতে বসবাস করা, তাহলে তাতে যাকাত আসবে না।

৩. কেনার সময় কোনটারই নিয়ত করে নি তাহলে যাকাত আসবে না। (আপকে মাসাইল ৩/৩৭১)

গাড়ীর যাকাত

ব্যবসার জন্য গাড়ী কিনলে যাকাত দিতে হবে। ভাড়ায় খাটিয়ে মুনাফা অর্জনের জন্য গাড়ী কিনলে তাতে যাকাত আসবে না। তবে মুনাফার উপর শর্ত শাপেক্ষে যাকাত আসবে। (আপকে মাসাইল ৩/৩৭৬)

যাকাত আদায় করার নিয়ম

আল্লাহ তা'আলা যেদিন আপনাকে মালিকে নিসাব হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন, সেদিন মাওলার দরবারে শুকর আদায় করবেন এবং এই তারিখটি (চাঁদের হিসাবে) লিখে রাখবেন। তারপর যখন বৎসর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন কিছুমাত্র বিলম্ব না করে হিসেব করে যাকাতের মাল পৃথক করে দেবেন। নেক কাজে দেরী করা উচিত নয়। কারণ, কি জানি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে একদিকে যেমন নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হতে হবে, অন্যদিকে পরের বোঝা

মাথায় নিয়ে বহন করতে হবে। এক বৎসর অতীত হওয়ার পর দ্বিতীয় বৎসরও যদি অতীত হয়ে যায় তাহলে অত্যন্ত গোনাহগার হবে। আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে তাওবা করতে হবে, তার মাফির আশা নিয়ে উভয় বৎসরের যাকাত অদায় করতে হবে। মোটকথা, জীবনের যে কোন সময় যাকাত দিয়ে দিবেন, বাকী রাখবেন না।

মাসআলা-(১) মালের চল্লিশ ভাগের একভাগে যাকাত আসবে। চল্লিশ টাকায় আসবে ১ টাকা এবং একশত টাকায় ২.৫০ টাকা।

মাসআলা-(২) যে সময় যাকাতের মাল কোন গরীব মিসকিনকে দেওয়া হবে তখন মনে মনে এই খেয়াল করতে হবে, এই মাল আমি যাকাত হিসেবে দিচ্ছি। দেওয়ার সময় যদি এ রকম নিয়ত না থাকে তাহলে যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে। নিয়ত ছাড়া যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা নফল সাদকা হয়ে যাবে।

মাসআলা-(৩) কেউ যদি যাকাতের মাল গরীবের হাতে দেওয়ার সময় যাকাত হিসেবে দেয় না, তাহলে গ্রহীতার হাতে থাকাকালীন সময়ে যদি সে যাকাতের নিয়ত করে নেয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি গ্রহীতা খরচ করে ফেলে তখন আর নিয়ত করলেও আদায় হবে না। বরং আবার আদায় করতে হবে।

মাসআলা-(৪) কেউ যদি সম্পূর্ণ যাকাত একজনকে দিয়ে দেয় তবে তা জায়য আছে। আর যদি কয়েকজনকে দেয় তাহলে এটাও জায়য আছে।

মাসআলা-(৫) কাউকে যাকাত দিলে এ পরিমাণ দিবেন যে পরিমাণ পেলে সে ঐ দিনের খরচের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষি হবে না।

মাসআলা-(৬) যে পরিমাণ মালের মালিক হলে একজন মানুষের উপর যাকাত ফরয হয়, এ পরিমাণ যাকাত এককভাবে কাউকে দেওয়া মাকরুহ। তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

মাসআলা-(৭) যাকাতের কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দেওয়ার সময় যদি বলা হয় এটা বখশিশ দিচ্ছি তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এটাই হলো অভাবী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়ার সুন্দর নিয়ম।

যাকাতের টাকা দিয়ে গরীবের ঘর মেরামত করা

যাকাতের টাকা দিয়ে গরীবের ঘর মেরামত করার চেয়ে টাকাটা তার হাতে তুলে দেওয়াই উত্তম। তাতে যাকাত আদায়ে কোন সন্দেহ থাকবে না। এভাবে কোন দরিদ্র মেয়ের বিবাহে তাদের হাতে যাকাতের অর্থ তুলে দেওয়াই উত্তম। মোট কথা যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো প্রাপককে যাকাতের মালিক বানিয়ে দেওয়া। কোন অসহায় দরিদ্রকে যাকাতের অর্থ দিয়ে ঔষধ কিনে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম-৬/২৪১)

মাদ্রাসায় যাকাত দেওয়া অনেক পূণ্যের কাজ

মাদ্রাসা হলো ইসলামী শিক্ষা ও অদর্শের প্রধান কেন্দ্রস্থল। পাপ ও অপকর্ম থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ইসলামের বিধানের অনুকরণ। আর এ জন্য প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষার। প্রয়োজন এমন একদল মানুষ তৈরীর যারা সমাজকে পথ দেখাবে ইসলামের। তাই মাদ্রাসার প্রতি সহযোগিতার দৃষ্টি দেওয়া মুসলমান হিসেবে আমাদের সবার জন্য একান্ত জরুরী। মাদ্রাসা হলো যাকাত প্রদানের এক উত্তম ক্ষেত্র। কারণ এখানে যেমন একদল দরিদ্র শিক্ষার্থী আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তদ্রূপ কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অর্জন করে সমাজে তারা দ্বীনের প্রচার করবে। তাই একদিকে যেমন যথার্থ ব্যক্তির হাতে যাকাতের অর্থ যাবে, তদ্রূপ এ অর্থের দ্বারা ইসলামেরও খেদমত হবে।

ঋণের প্রকারভেদে যাকাত

শরীয়তের পরিভাষায় যে টাকা কারো দায়িত্বে প্রদেয় থাকে, একে যাকাত বলে। যাকাতের বিধি বিধানের আলোকে ঋণ চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

নগদ টাকা বা সোনা রুপা যদি কাউকে ঋণ দেওয়া হয়, অথবা ব্যবসায়িক পণ্য কারো নিকট বিক্রি করা হয়, যার মূল্য তার (ক্রেতার) দায়িত্বে পরিশোধযোগ্য রয়ে গেছে। এ জাতীয় সবটাকা যদি এক সাথে

উসুল হয় তবে পূর্ণ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। এখন যদি কয়েক বৎসর পরও একসাথে উসুল হয় তাহলে বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। তবে টাকা যদি একসাথে না হয়ে অল্প অল্প করে উসুল হয়, তাহলে নেসাব পরিমাণ অংশের এক পঞ্চমাংশ বা শতকরা ২০% উসুল হয়ে যাবে, তখন যাকাত আদায় করা ফরয হবে। নেসাবের এক পঞ্চমাংশ কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। ফকিহদের পরিভাষায় এ জাতীয় ঋণকে শক্ত ঋণ বলে।

এমন কোন পণ্যের মূল্য যা মূলত কোন ব্যবসায়িক প্যণ নয়। যেমন পরিধানের কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদী। এ জাতীয় ঋণ উসুল হওয়ার পর দেখতে হবে নেসাব পরিমাণ হয় কি না। যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং একত্রে উসুল হয় তাহলে বিক্রয়ের দিন থেকে নিয়ে উসুলের দিন পর্যন্ত পূর্ণ মেয়াদের যাকাত ফরয হবে।

ব্যবসায়িক বা ঋণ সূত্রে নয় বরং অন্য কোন কারণে ঋণের দায়িত্ব এসে গেছে। এ জাতীয় ঋণের বিধান হলো উসুল হওয়ার দিন থেকে যাকাত ফরয হবে। বিগত অতিক্রান্ত বছরগুলোর যাকাত ফরয হবে না।

এমন ঋণ অথবা এমন মাল যা উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব, তাহলে এমন মালে যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি কোন সময় হাতে এসে যায় তাহলে বিগত বছরগুলোরও যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাতের ক্ষেত্রে কোন মূল্য ধর্তব্য হবে

প্রশ্নঃ ক্রয় মূল্যের উপর যাকাত আসে না বর্তমান মূল্যের উপর?

উত্তরঃ যাকাত আদায়ের সময় যে মূল্য বর্তমান থাকে সে মূল্যই ধর্তব্য হবে। সাথে সাথে যে মূল্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবে তাই গ্রহণযোগ্য। ব্যবসায়ীদের দ্বারা যদি মূল্য নিধারণ হয়, তবে তা যথেষ্ট নয়। কেননা তাতে ব্যক্তি স্বার্থের আশঙ্কা থাকে। তাই অধিকাংশ ক্রেতারা যে মূল্যে ক্রয় করে থাকেন- তাই গ্রহণযোগ্য।